বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার

ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

www.ccb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **মোঃ মফিজুল ইসলাম**
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **জি.এম. সালেহ উদ্দিন**
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সভাপতি : **মোঃ খালেদ আবু নাছের**
পরিচালক

সদস্য : **মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা**
উপসচিব

সদস্য : **মোঃ মাহবুব আলম**
উপপরিচালক

সদস্য : **সারাওয়াত মেহজাবীন**
উপপরিচালক

সদস্য সচিব : **আনোয়ার-উল-হালিম**
উপপরিচালক

যোগাযোগ : **মোঃ কবীরুল হাসান**
সচিব
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
ফোন: ০২-৫৮৩১৫৪৮৫

প্রকাশক : **বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : **সৈকত**

মুদ্রণ : **ফেইথ প্রিন্ট এণ্ড প্যাকেজিং**
১২৬, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১১১০৭৪৬০
faith_print@yahoo.com

“মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার উন্নতি”

Competition for growth
Bangladesh Competition Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

টিপু মুনশি, এম পি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৬ সনে শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মার্চ, ২০২০ মাসে তিনজন সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিশন কাজ শুরু করেছে। আমি আশা করি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে শীঘ্রই কমিশন গঠনের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারে পণ্য ও সেবা ভোক্তা-বান্ধব হয়। মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বিনষ্টকারী কর্মকাণ্ড যেমন- ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও অলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করে। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল ও গতিশীল রাখতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি এজন্য কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আশা করা যায় কমিশন পুরোদমে কাজ শুরু করলে বাজার থেকে সব ধরনের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূলের মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। পাশাপাশি দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, পণ্য ও সেবায় নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটবে, উদ্যোক্তাগণ উৎসাহী হবেন, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে যা রূপকল্প ২০২১, এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে সহায়ক হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন সারা বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এমনকি বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বিপর্যস্ত বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমদানি-রপ্তানিসহ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সকল দপ্তর/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ জনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থা সমূহের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বোপরি, মুজিব শতবর্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশা করছি।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এম পি

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করেছে। আইনবলে প্রতিষ্ঠিত এ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ আধা-বিচারিক ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১, এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড যেমন- ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও অলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগে প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যক্রম শুরু করেছে। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা থাকলে পণ্য ও সেবার উৎপাদন খরচ কমে, উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টির ফলে পণ্য ও সেবায় বৈচিত্র্য আসে এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। পাশাপাশি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

নবগঠিত কমিশনের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন, তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন, দক্ষ জনবল তৈরী, বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানিতে সৃষ্ট বিপর্যস্ততা দ্রুত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এ সাফল্যের পেছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সার্বক্ষণিক তদারকি ও দিকনির্দেশনা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা সমূহের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবদান অনস্বীকার্য।

পরিশেষে, সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, মুজিব শতবর্ষে এ প্রত্যাশা করছি।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ড মোঃ জাফর উদ্দীন

Bangladesh Competition Commission

চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

চেয়ারপার্সনের বক্তব্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। এ বছর সরকার কর্তৃক কমিশনের তিনজন সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

দেশে একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকলে মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় অর্থনীতি ও জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ অর্জন করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকে না, কোথাও মনোপলি বা অলিগোপলি অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে স্বল্প মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যময় পণ্য বা সেবা লাভের ক্ষেত্রে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিযোগিতা আইনের সঠিক বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এটি কমিশনের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জও বটে। নব গঠিত এ কমিশনকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, অ্যাডভোকেসি, তথ্যভাণ্ডার স্থাপন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সহযোগিতা জোরদার করা সহ বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

কমিশনের জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রশিক্ষণ ও অ্যাডভোকেসি কর্মসূচিও চলমান রয়েছে। প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়নের কাজও শুরু হয়েছে। জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন ও কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশনের সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সমঝোতা স্মারক (MoU) দুটি স্বাক্ষরিত হলে জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন ও কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশনের সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এছাড়াও কমিশন UNCTAD, OECD, ICN সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড -১৯ এর প্রভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে যে পরিবর্তন হতে যাচ্ছে সে প্রেক্ষাপটে দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বাংলাদেশকে মনোযোগী হতে হবে। দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক প্রতিটি বাণিজ্য চুক্তিতে বর্তমানে প্রতিযোগিতা বিষয়ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পক্ষে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে প্রস্তুত রয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে ডিজিটাল পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করা কমিশনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়ও কমিশন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

আইনের শর্তানুযায়ী কমিশন নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে কমিশনের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস, সম্পাদিত কাজ ও সম্ভাব্য করণীয়, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায় এবং প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কিত সম্যক ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

মুজিব বর্ষে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কমিশনকে কার্যকর ও গতিশীল করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার জন্য মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ মফিজুল ইসলাম

Bangladesh Competition Commission

সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
ও
তত্ত্বাবধায়ক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কমিশন একটি আধা বিচারিক (Quasi-Judicial) এবং সংবিধিবদ্ধ (Statutory) সংস্থা। সরকার কর্তৃক ২০১৬ সনের এপ্রিল মাসে চেয়ারপার্সন এবং জুলাই মাসে দুজন সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে কমিশনের যাত্রা শুরু হয়। মার্চ ২০২০ থেকে একজন চেয়ারপার্সন ও ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী কমিশন তৎকর্তৃক প্রতি অর্থবছরের কার্যক্রম বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে থাকে। সে অনুযায়ী পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে প্রতিযোগিতা আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা ও বৈশিষ্ট্য, কমিশনের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি, সম্পাদিত কাজ, চ্যালেঞ্জসমূহ ও সম্ভাব্য করণীয় তুলে ধরা হয়েছে।

আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন কমিশনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন, জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্যভাণ্ডার স্থাপন এবং অ্যাডভোকেসি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে কমিশন এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। কমিশনের জনবল সংকট রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। শীঘ্রই মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কমিশন বিদ্যমান জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ বছর কমিশনের ৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, ব্যবসায়ী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অবহিতকরণ সভা ছাড়াও ২টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। বাজারে নিত্যপণ্যের যৌক্তিক মূল্য ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ২টি মতবিনিময় সভা হয়েছে।

বর্তমানে ১৪০টির বেশী দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে। কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও সহযোগিতা জোরদার করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে কমিশন UNCTAD, OECD ও ICN এর সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করেছে। Webinar এর মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হচ্ছে। Japan Fair Trade Commission (JFTC) এবং Korea Fair Trade Commission (KFTC) এর সঙ্গে MoU স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভারতের সাথেও MoU স্বাক্ষরের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৭ হতে কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজ শুরু হয়েছে। এ বছর কমিশনের নিকট ৫টি অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে এবং কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে ১টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে; তন্মধ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট ৫টি অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করেছে এবং ১টি অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিআইডিএস এর সহযোগিতায় পেঁয়াজের বাজারের উপর পরিচালিত একটি গবেষণা কার্যক্রমের ১৪ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

উদীয়মান ডিজিটাল ইকোনমিতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে কমিশন কাজ করছে। এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারী জনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও কমিশন সরকারের নীতি সহায়ক কর্ম-কৌশল গ্রহণ করেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের কার্যক্রমও ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে। আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় সরকারের রূপকল্প ২০২১, এসডিজি ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

জি.এম. সালেহ উদ্দিন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	হস্তান্তরপত্র	**০১**
	১ম অধ্যায় **প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২**	**০৩**
১.১।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট	০৩
১.২।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি	০৩
১.৩।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য	০৩
১.৪।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ	০৪
১.৫।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দণ্ড, রিভিউ ও আপিল	০৫
১.৬।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ	০৬
	২য় অধ্যায় **কমিশন সংক্রান্ত**	**০৭**
২.১।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা	০৭
২.২।	কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য	০৭
২.৩।	কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	০৭
২.৪।	কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ	০৮
	৩য় অধ্যায় **প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম**	**১১**
৩.১।	কমিশনের সভা	১১
৩.২।	কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১১
৩.৩।	কমিশনের কর্মচারী	১২
৩.৪।	কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী	১৩
৩.৫।	প্রশাসনিক কার্যক্রম	১৪
৩.৬।	অডিট	১৬
	৪র্থ অধ্যায় **আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী**	**১৭**
৪.১।	প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা	১৭
৪.২।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং	১৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	৫ম অধ্যায় **কমিশন সম্পাদিত কার্যক্রম**	**২১**
৫.১।	দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ	২১
৫.২।	বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ	২১
৫.৩।	কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতামত বিনিময়	২৩
৫.৪।	অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম	২৩
৫.৫।	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন	২৯
৫.৬।	বাজার গবেষণা	২৯
	৬ষ্ঠ অধ্যায় **অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমিশনের ভূমিকা, প্রভাব ও করণীয়**	**৩১**
৬.১।	প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব	৩১
৬.২।	কমিশনের কার্য পরিচালনায় চ্যালেঞ্জসমূহ	৩২
৬.৩।	কমিশনের কার্যকর অগ্রযাত্রায় করণীয়	৩২
	৭ম অধ্যায় **মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১)**	**৩৪**
	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন	৩৪
	৮ম অধ্যায় **বিবিধ**	**৩৬**
৮.১।	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন	৩৬
৮.২।	কোভিড-১৯ সময়কালীন কমিশনের ভূমিকা/কার্যক্রম	৩৬
৮.৩।	সেমিনার পেপার	৩৭
৮.৪।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি	৩৮
৮.৫।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	৪০
	অ্যালবাম	**৪২**

হস্তান্তরপত্র

তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ৩৯ ধারায় অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে সদয় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজ, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হলে এবং পরবর্তীকালে সেটি উদঘাটিত হলে মহোদয়কে তা অবহিত করা হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত রাখবে।

গভীর শ্রদ্ধান্তে

মোঃ মফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

জি.এম. সালেহ উদ্দিন
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ড. এ এফ এম মনজুর কাদির
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

নাসরিন বেগম
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

১ম অধ্যায়
প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২

১.১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিয়ামক। বাজার স্থিতিশীল থাকলে উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

বাজারকে অস্থিতিশীল করতে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা। একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে "Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)" প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ অধ্যাদেশটি বলবৎ থাকলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো দৃশ্যমান কার্যক্রম গৃহীত হয়নি।

ফলশ্রুতিতে বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ সকল সমস্যা নিরসনে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয়।

এ পটভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত ২১ জুন ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ১৪০টিরও বেশী দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে। দেশে বিনিয়োগ এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ আইন একটি মাইলফলক।

১.২। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর মূল ভিত্তি মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অনুসৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদসমূহে অনুপ্রাণিত হয়েই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে সরাসরি প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোনো অনুচ্ছেদ না থাকলেও কয়েকটি অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন, শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১০: "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"

অনুচ্ছেদ ১৯ (২): "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

অনুচ্ছেদ ৪২ (১): "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ- সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্য ভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে.....।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এ সকল নির্দেশনা প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি।

১.৩। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য

প্রতিযোগিতা আইনের প্রস্তাবনায় এর লক্ষ্য বিধৃত রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করিবার, নিশ্চিত ও বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা।

১.৪। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আইন। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে এ আইনটি একটি মাইলফলক। কোম্পানি আইন, চুক্তি আইন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি আইন বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, অনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজারে মনোপলি ও ওলিগপলি অবস্থার সৃষ্টি রোধ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতিমালা বা আইনের অনুপস্থিতি ছিল। এ সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে মোট ৭টি অধ্যায় ও ৪৬টি ধারা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ধারা-১: আইনের শিরোনাম ও প্রর্বতন;

ধারা-২: সংজ্ঞা;

ধারা-৫-৭: কমিশনের প্রতিষ্ঠা, কার্যালয় ও গঠন: আইনের এ ধারাগুলোতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন এবং কমিশনের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কমিশনের সদস্যগণকে আইন, অর্থনীতি ও জনপ্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

ধারা-৮: কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী: এ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

ধারা-৯: চেয়ারপার্সন ও সদস্যের অপসারণ: এ ধারায় সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যকে তার পদ হতে অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-১০: চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি: এ ধারায় সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারণের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-১১: কমিশনের সভা: প্রতি ৪ মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা-১৫: এ ধারায় প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন চুক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-১৬: এ ধারায় কর্তৃত্বময় অবস্থান (Dominant Position) এর অপব্যবহারের সংজ্ঞা প্রদানসহ তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-১৭-১৯: এ ধারাসমূহে অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। ধারা-১৯ এ কমিশনকে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-২০: প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ ও জরিমানার পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা-২১: এ ধারায় প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-২২: বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত কাজের তদন্ত কর্মকাণ্ডে আইনের প্রযোজ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারা-২৪: কমিশনের আদেশ লঙ্ঘনকারীকে এক বছর কারাদণ্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

ধারা-২৮: এ ধারায় কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কমিশনের পাওনা আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-২৯-৩০: কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩০দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট আদেশ পুনর্বিবেচনা অথবা সরকারের নিকট আপিল করার বিধান এ ধারাসমূহে বিধৃত করা হয়েছে।

ধারা-৩১: এ ধারায় কমিশনের প্রতিযোগিতা তহবিল গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা-৩৩: কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সম্পর্কিত।

ধারা-৩৭: নীতিগত প্রশ্নে সরকার কর্তৃক কমিশনকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।

ধারা-৩৯: বার্ষিক প্রতিবেদন: প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবে।

ধারা-৪০: কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনসেবক বলে গণ্য হবেন।

ধারা-৪৩: বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা: সরকার এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৪ : প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা: আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৬ : এ আইন দ্বারা Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) রহিত করে আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হেফাজত করা হয়েছে।

১.৫। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দণ্ড, রিভিউ ও আপিল

প্রতিযোগিতা আইনটি মূলত দেওয়ানী প্রকৃতির। তবে এতে দু-একটি ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১) বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী অনুশীলনগুলি যথাঃ যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যে কোনো এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে:

(ক) কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিগত ০৩(তিন) অর্থবছরের গড় টার্নওভারের ১০% এর বেশী নয়, কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোনো পরিমাণ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(খ) কোনো কার্টেল সংঘটিত হলে উক্ত কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্তরূপ চুক্তির ফলে অর্জিত মুনাফার ০৩(তিন) গুণ অথবা বিগত ০৩(তিন) অর্থবছরের গড় টার্নওভারের ১০%, যা বেশী হয়, এরূপ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(গ) (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা প্রদানে কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা যাবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এ আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশনা, আরোপিত কোনো শর্ত বা বিধিনিষেধ বা প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত লংঘন করে তাহলে তা এ আইনের অধীনে একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ০১(এক) বছর কারাদণ্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন;

(৩) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত কোনো নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তি অমান্য করলে তা এ আইনের অধীন একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ০৩(তিন) বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন;

(৪) কোনো ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ফি প্রদানপূর্বক

পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করতে পারবে এবং একই শর্তে সরকারের নিকট আপিল করতে পারবে;

(৫) আপিলের ক্ষেত্রে জরিমানাকৃত অর্থের ২৫% অর্থ জমাদান পূর্বক সরকারের নিকট আপিল করা যাবে এবং জরিমানাকৃত অর্থের ১০% অর্থ কমিশনের নিকট জমাদান পূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাবে;

(৬) রিভিউ বা আপিলের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারণে সময় বৃদ্ধির আবেদন ৩০(ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে;

(৭) পুনর্বিবেচনা বা আপিলের ক্ষেত্রে শুনানীর সুযোগ না দিয়ে কোনো আদেশ সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে না;

(৮) পুনর্বিবেচনা বা আপিল আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;

(৯) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশনের এবং আপিলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১.৬। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:-

১। এ আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোনো বিধানের ব্যত্যয় না হয়ে তার অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এ আইনের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং পূরণের ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানাবলী আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর উপর প্রাধান্য পাবে;

২। এ আইনের অধীন কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গণ্য হবে;

৩। নিম্নবর্ণিত বিষয়ে Code of Civil Pocedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কমিশন বা, ক্ষেত্রমত চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, যথাঃ

(ক) কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

(খ) কোনো দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা;

(গ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(ঘ) কোনো অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষার জন্য নোটিশ জারী করা;

(চ) এ উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪। চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

৫। কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জনসেবক (Public Servant) বলে গণ্য হবে;

৬। এ আইন, বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য কমিশনের কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না;

৭। তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারবে;

৮। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন পণ্য এবং সেবা এ আইনের আওতা বহির্ভূত থাকবে;

৯। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের পাওনা সরকারি দাবী হিসেবে Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হবে;

১০। এ আইনের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

২য় অধ্যায়
কমিশন সংক্রান্ত

২.১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ ও ৬ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। ধারা ৫ অনুযায়ী কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা; ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ৫ ও ৬ ধারা নিম্নরূপ:

ধারা-৫। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যত শীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং এর পক্ষে মামলা দায়ের করতে পারবে বা এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে, যা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সংবলিত হবে; যা চেয়ারপার্সনের হেফাজতে থাকবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

ধারা-৬। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

সরকার ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

২.২। কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

রূপকল্পঃ

"একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।"

উদ্দেশ্যঃ

ক. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

খ. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক, গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

২.৩। কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১। বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।

২। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা।

৩। প্রতিযোগিতা আইনে উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং উহার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা।

৪। জোটবদ্ধতা এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা।

৫। প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধিমালা, নীতিমালা, দিকনির্দেশনামূলক পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

৬। প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

৭। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮। প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকাণ্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

৯। সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

১০। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

১১। এ ধারার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য বা ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী কোন সংস্থার সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও সম্পাদন করা;

১২। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা; এবং

১৩। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য করা।

১৪। কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে।

২.৪। কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ

প্রতিযোগিতা আইনের ৭ ধারায় কমিশন গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে। কমিশন একজন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। অর্থনীতি, জনপ্রশাসন বা আইন বিষয়ে ১৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে ৩ বছরের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন। আইনের ধারা-৭ অনুযায়ী কমিশনের গঠন নিম্নরূপঃ

ধারা-৭। (১) কমিশন এক (১) জন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক চার (৪) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(২) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৩) অর্থনীতি, বাজার সম্পর্কিত বিষয় বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ যে কোন বিষয় বা আইন পেশায় কিংবা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অথবা সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, একই বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট দায়ী থাকবে।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন।

(৬) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ তাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হলে তিনি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না বা চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাদের চাকুরীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যে কোনো সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে অন্যূন ৩ (তিন) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করে স্ব স্ব পদ ত্যাগ করতে পারবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন বা ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব কার্য চালিয়ে যাবেন।

(৮) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তাঁর পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৯) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে স্বীয় পদ ত্যাগ করলে বা অপসারিত হলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করবেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম বিগত ২৮-১০-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনের নতুন ৩ জন সদস্য যথাক্রমে (১) জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন, (২) ড. এ এফ এম মনজুর কাদির এবং (৩) জনাব নাসরিন বেগম বিগত ০১-০৩-২০২০ তারিখে কমিশনে যোগদান করায় বর্তমানে কমিশন পূর্ণ হয়েছে। উক্ত আইনের ১২ ধারা মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কমিশনের একজন সচিব নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে। কমিশনের সচিব হিসেবে সরকারের একজন যুগ্মসচিব প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন।

কমিশনের পূর্ণাঙ্গ যাত্রা

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নবযোগদানকৃত চেয়ারপার্সন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম-কে কমিশনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নবযোগদানকৃত সদস্য জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন-কে কমিশনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নবযোগদানকৃত সদস্য ড. এ এফ এম মনজুর কাদির-কে কমিশনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নবযোগদানকৃত সদস্য জনাব নাসরিন বেগম-কে কমিশনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

৩য় অধ্যায়
প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম

৩.১। কমিশনের সভা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশনের ০৩টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হয়। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের পুনঃউপযোজন, একজন অবৈতনিক পরামর্শক নিয়োগ, ডাটাবেইজ তৈরী, প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন, জনবল নিয়োগ, পেন্ডিং মামলা ও জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩.২। কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পত্র নং-২৬০০০০০০০৯০০১১১৭১৫-৯০ তারিখ ১৩ মার্চ ২০১৮ মূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি আদেশ জারী হয়। কমিশনের মঞ্জুরীকৃত সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

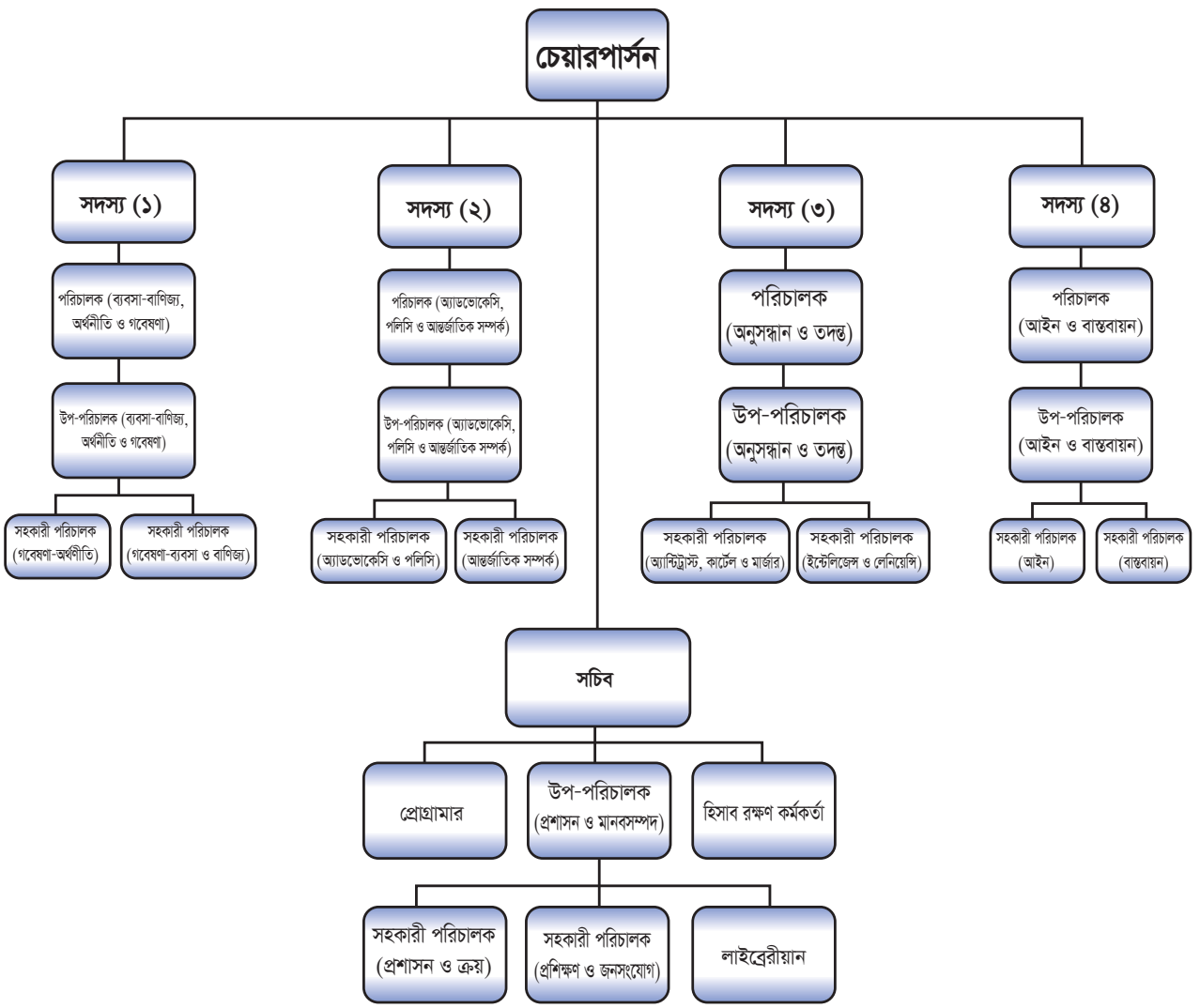

কমিশনের মঞ্জুরীকৃত এবং বর্তমানে কর্মরত জনবলের বিবরণঃ

জনবল

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড/শ্রেণী				মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমানে কর্মরত
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ		
১।	সচিব	১				১	১
২।	পরিচালক	৪				৪	১
৩।	উপ-পরিচালক	৫				৫	৪
৪।	প্রোগ্রামার	১				১	-
৫।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	১				১	১
৬।	সহকারি পরিচালক	৮				৮	-
৭।	সহকারি পরিচালক (গবেষণা)	২				২	-
৮।	সহকারি প্রোগ্রামার	১				১	-
৯।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১				১	১
১০।	লাইব্রেরিয়ান		১			১	-
১১।	কম্পিউটার অপারেটর			২		২	-
১২।	উচ্চমান সহকারি			২		২	-
১৩।	ব্যক্তিগত সহকারি			১০		১০	১ (দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে)
১৪।	স্টোর কিপার			১		১	-
১৫।	হিসাব রক্ষক			১		১	১ (দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে)
১৬।	ক্যাশিয়ার			১		১	-
১৭।	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			৭		৭	১ (দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে)
১৮।	গাড়ী চালক			৮		৮	৪
১৯।	জারীকারক				১	১	১
২০।	অফিস সহায়ক				১১	১১	১০
২১।	পরিচ্ছন্নতাকর্মী				২	২	২
২২।	নিরাপত্তা প্রহরী				২	২	২
	মোট	২৪	১	৩২	১৬	৭৩	৩০

৩.৩। কমিশনের কর্মচারী

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট হতে কমিশন ৩ জন সহায়ক কর্মচারীকে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণযোগ্য ২৪ টি পদের মধ্যে ১৯ টি পদ পূরণ করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের ৭ জন কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণ/সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় হতে ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। কমিশনে বর্তমানে মোট ৮ জন কর্মকর্তা

প্রেষণে/সংযুক্তিতে কাজ করছেন। কমিশনে প্রেষণে/সংযুক্তিতে পদায়িত জনবল নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

ক্রমিক	পদবী	নিয়োগ/পদায়ন	সংখ্যা
০১।	সচিব (যুগ্ম সচিব)	প্রেষণে	০১
০২।	পরিচালক (উপসচিব)	প্রেষণে	০১
০৩।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব)	সংযুক্তিতে	০১
০৪।	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	প্রেষণে	০৪
০৫।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সংযুক্তিতে	০১

৩.৪। কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। কমিশন বার্ষিক যৌক্তিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট বাজেট বরাদ্দ চেয়ে থাকে এবং কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী সরকারের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। কমিশন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকার হতে ৪,৬০,০০,০০০/- (চার কোটি ষাট লক্ষ) টাকা সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়।

প্রাপ্ত বাজেটের প্রধান প্রধান খাত উল্লেখপূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যয় বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ এবং সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কোড নম্বর,
খাতওয়ারী প্রকৃত খরচের হিসাব বিবরণী:

১৩৫০১৩৯০০-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর	ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ (২০১৯-২০২০)	উপযোজনকৃত বিভাজন	পুনঃ উপযোজনকৃত বিভাজন	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	১,২২,০০	১,২২,০০	১,২২,০০	১,১৫,৬৯.৪৪২	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অব্যয়িত ৬,৩০,৫৫৮/- (ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত আটান্ন) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়।
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৮৬,০০	৭২,৭১	৬৭,৪৮.৫৩৯	৬৭,৪৮.৫৩৯	
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২,১৯,০০	২,৩২,২৯	২,৩৪,৪৬.৭৭৬	২,৩৪,৪৬.৭৭৬	
৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	১,০০	১,০০	৪,০৪.৬৮৫	৪,০৪.৬৮৫	
৩৬৩২১০৩	যানবাহন বাবদ অনুদান	৩১,০০	৩১,০০	৩১,০০	৩১,০০	
৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,০০	১,০০	১,০০	১,০০	
	মোট=	৪,৬০,০০	৪,৬০,০০	৪,৬০,০০	৪,৫৩,৬৯.৪৪২	

৩.৫। প্রশাসনিক কার্যক্রম

১) **মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল:** প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বঙ্গভবনে পেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এঁর নিকট বঙ্গভবনে পেশ করা হয়। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মন্ত্রণালয়ের সচিব, ড মোঃ জাফর উদ্দীন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং কমিশনের সচিব জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লিখিত অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়।

২) **কর্মচারী নিয়োগ:** কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত মেসার্স বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেড এর সাথে জনবল সরবরাহের জন্য ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর মেয়াদে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর ৭৬(৫) বিধি অনুযায়ী পূর্বের ধারাবাহিকতায় চুক্তির মেয়াদ আরো ০১ (এক) বছর অর্থাৎ ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১৯ জন ও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ৩ জন কর্মরত রয়েছে।

৩) **জনবল নিয়োগ:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা পদে ১টি ও ৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা পদে ১২টি এবং ১০ম থেকে ১৬তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী পদে ২১টি সহ মোট ৩৪টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রিলিমিনারী, লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য ১৫৭ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ বিলম্বিত হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা শেষ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৪) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন: ২০২০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সকল ভাষা শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

৫) **প্রশিক্ষণ:** বিগত ৩০ অক্টোবর - ১২ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সনের ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর পরিচালক জনাব আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম এবং উপ পরিচালক জনাব আনোয়ার-উল-হালিমকে প্রেরণ করা হয়। দুই সপ্তাহব্যাপী এ ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামটি ছিল কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিযোগিতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি কার্যকরী মাধ্যম।

কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সালের ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ার প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

৬) **ক্রয়:** বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১টি সিডান কার, ১টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ২টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩টি প্রিন্টারসহ রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারের ৫ম তলায় দক্ষিণ অংশে কমিশনের নতুন ভাড়াকৃত ফ্লোর সুসজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন আইটেমের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

৩.৬। অডিট

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৪(২) ধারা বলে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল বিগত ৩-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষা সমাপ্ত করেছে। নিরীক্ষা শেষে প্রাথমিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রদর্শিত ১০টি আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত কমিশন ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিকট ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করে।

পরবর্তীতে ৩১-১২-২০১৯ তারিখে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের ৬৫১ নং স্মারকের মাধ্যমে ০৮টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় এবং অবশিষ্ট ০২টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বিগত ২৬-০১-২০২০ তারিখে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

৪.১। প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা:

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) : ১৯৬৪ সালে আঙ্কটাড প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর জেনেভা। আঙ্কটাড ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে কাজ করে থাকে এবং প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। আঙ্কটাডের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, অর্থ ও প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রস্তুত করা। আঙ্কটাড প্রতিযোগিতা বিষয়ক মডেল "ল" তৈরি করেছে। এর আলোকে সদস্য দেশসমূহ প্রতিযোগিতা বিষয়ক আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করতে পারবে। ১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৩৫তম সাধারণ সভায় ৩৫/৬৩ নং রেজুলেশন মূলে 'The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices' অনুমোদন করা হয়। প্রতি বছর প্রতিযোগিতা আইন ও নীতি বিষয়ক আন্তঃদেশীয় বিশেষজ্ঞ দল প্রতিযোগিতা আইন ব্যবহার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে। United Nations Review Conferences পাঁচ বছর পরপর the set on competition policy রিভিউ করে থাকে। ২০১৫ সালে সর্বশেষ রিভিউ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রধানগণ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী ৮ম রিভিউ সম্মেলন ১৯-২৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হবে।

OECD-GFC (Organisation for Economic Co-operation and Development-Global Forum on Competition): ওইসিডি-জিএফসি (OECD-GFC) ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা বিষয়ে ওইসিডি ও ওইসিডি বহির্ভূত সদস্যদের এক প্ল্যাটফর্মে এনে এর পরিধি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ওইসিডি-জিএফসি গড়ে তোলা হয়। প্রতি বছর ওইসিডি-জিএফসির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রায় ১০০টিরও বেশি কম্পিটিশন এজেন্সি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। সরকারি এজেন্সির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলি, আইনজীবী প্রমুখ প্রতিযোগিতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণও এতে অংশ নেন। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত। ওইসিডি-জিএফসি এর ১৯তম সম্মেলন ৩-৪ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হবে।

ICN (International Competition Network): ২০০১ সালে ICN গঠিত হয়। এর ভার্চুয়াল সদর দপ্তর কানাডায় অবস্থিত। ICN হল প্রতিযোগিতা নিয়ে কাজ করা সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে সবচেয়ে বড় অনানুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম। এর মূল লক্ষ্য হল সুষ্ঠু Competition policy প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা। কাজের সুবিধার্থে ICN ৫টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ফেব্রুয়ারি' ২০১৮ মাসে ICN এর সদস্যপদ লাভ করেছে। ICN এর ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস এ ১২-১৪ মে, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে উক্ত সম্মেলন স্থগিত করে ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ভার্চুয়ালি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৪.২। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং:

১। জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন এর প্রতিনিধি দলের সাথে বিগত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা, শক্তিশালী আইনী কাঠামো, বাজারে প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় এবং জাপানের সহযোগিতা পাওয়ার উপায় ও ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে প্রয়াস নেয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য জাপান সফরকালে তাঁর উপস্থিতিতে জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারী স্বাভাবিক হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সময় ও সম্মতি অনুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন, জাপান দূতাবাস ও জাইকার প্রতিনিধিদের সাথে
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা।

২। কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU) ২২-০১-২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশনের সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০। তবে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কার্যক্রম বিলম্বিত হতে পারে। ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডিরেক্টরেট জেনারেল ফর কম্পিটিশন (ইউরোপিয়ান কমিশন), ইউএস ফেডারেল ট্রেড কমিশন এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়টিও কমিশনের বিবেচনায় রয়েছে।

৩। কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সালের ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ার প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দুই সপ্তাহব্যাপী এ ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দুজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৪। OECD-Global Forum on Competition (GFC) এর আয়োজনে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ফ্রান্সের প্যারিসে 2nd OECD Competition Open Day এবং Vertical Mergers & Vertical Restraints শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উপ সচিব জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা অংশগ্রহণ করেন।

ফ্রান্সের প্যারিসে 2nd OECD Competition Open Day এবং Vertical Mergers & Vertical Restraints শীর্ষক কর্মশালায়
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উপসচিব জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞার অংশগ্রহণ

৫। International Competition Network (ICN) এবং Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) এর যৌথ উদ্যোগে ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মেলবোর্ন, অষ্ট্রেলিয়ায় ICN Merger Workshop 2020 অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ICN Merger Workshop 2020 এ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেনের অংশগ্রহণ

৬। কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন এর কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি-২০২০ এর আওতায় একজন কার্টেল বিশেষজ্ঞকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহের জন্য প্রেরণের জন্য সম্মত হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে উক্ত বিশেষজ্ঞের বাংলাদেশে আগমন ও প্রশিক্ষণের সময়কাল অনুকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করা হবে।

৭। International Competition Network (ICN) বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য খাতের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকারকে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা সংস্থার উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কোভিড-১৯ সময়কালীন গৃহীত কার্যক্রম এবং কোভিড পরবর্তী সময়ে গৃহিতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে ২৯-০৫-২০২০ তারিখে ICN এ তথ্য প্রেরণ করা হয় যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

Competition Enforcement – COVID-19 Changes

(Date of submission- 29.05.2020)

Jurisdiction	Status/Process	Mergers	Conduct	Advocacy	Courts
Bangladesh Competition Commission (BCC)	1. During COVID- 19 pandemic, BCC office remains open with minimum staffs (from 26 March 2020) to address urgent matters. 2. Majority staffs working remotely. 3. All hearings replaced and majority in-person meetings have been postponed.	1. No merger application yet received. 2. Priority will be given to merger cases for overcoming COVID-19 impacts.	1. The Commission increased its watching, monitoring and, supervision on essential commodities to make sure they are being sufficiently supplied for the consumers at fair price during COVID-19.	1. The Commission organized meetings with suppliers (essential commodity) and other stakeholders to prevent anti-competit	-

Jurisdiction	Status/Process	Mergers	Conduct	Advocacy	Courts
	4. Emergency issues are being resolved by telephone calls and e-communication. 5. Encouraged on-line submission and delivery of documents. 6. As per Government decision, the office will resume from 31 May 2020. 7. Formed a Working Team to ensure WHO/GoB guidelines regarding social distancing, using masks, hand washing/sanitization and proper hygiene in the office.	3. A draft Merger Regulation based on Competition Act, 2012 is under scrutiny.	2. BCC stated in public by giving warnings through electronic media to essential commodity suppliers throughout the country not to engage/participate in collusion, abuse of dominant positions or any sort of anti-competitive behaviour. The Commission also reiterated its zero tolerance against any such activity. All these attempts impacted substantially on uninterrupted supply of majority essential commodities at reasonable prices.	ive activities (if any) and to ensure market supply. 2. Organizing seminars/workshops with different stakeholders at different levels.	-

৮। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ চলাকালীন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বাস্থ্য খাতে করণীয় বিষয়ে ১৬-২১ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য Competition Law Workshop on Competition Rules in the Health Sector শীর্ষক OECD আয়োজিত ওয়েবিনারে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন কর্তৃক বিষয় ভিত্তিক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৫ম অধ্যায়
কমিশন সম্পাদিত কার্যক্রম

৫.১। দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ

(ক) দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ: ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনে ৫টি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে ১টি অভিযোগ গ্রহণ করে। অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট ৫টি অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করেছে এবং ১টি অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকার দুটি সিটি কর্পোরেশনে মশার ঔষধ সরবরাহে দুই কোম্পানীর সিন্ডিকেটের অভিযোগের বিষয়, কোভিড-১৯ কালীন স্বাস্থ্য খাতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের লক্ষ্যে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক আমদানি, উৎপাদন ও মূল্যের বিষয়, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি- ইত্যাদি বিষয়ে স্ব-প্রণোদিতভাবে ৩টি খাতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আরও ২টি অভিযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) মামলা নিষ্পত্তি: কমিশন ইতঃপূর্বে ২টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (২০২০ সালের মার্চ মাসের পূর্বে) কমিশনে শুনানীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য ছিলেন না। ২০২০ সালের মার্চ থেকে পূর্ণ কমিশন গঠন হলেও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে কমিশনের শুনানী স্থগিত থাকায় মামলা নিষ্পত্তি করা যায়নি। স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে শীঘ্রই মামলা শুনানী শুরু করার বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫.২। বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও উহা চূড়ান্তকরণ:

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪৩ এবং ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:-

১) বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র:

ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে সরকার উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কতিপয় ধারায় উল্লিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় বিধিমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল:

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়
১।	৭ (২)	চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত;
২।	৮ (ড)	কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত;
৩।	১২ (৩)	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত;
৪।	৩১ (২)	তহবিলের পরিচালনা ও প্রশাসন; এবং
৫।	৪৩	সার্বিকভাবে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী

২) প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র:

ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কতিপয় ধারায় উল্লিখিত

বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল:

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়
১।	১৮ (২)	তদন্ত পরিচালনা সংক্রান্ত;
২।	২১ (১) ও ২১ (২)	জোটবদ্ধতা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের অনুমোদন, অনুসন্ধান এবং তদন্ত ও পরবর্তী কার্যক্রম;
৩।	২৯ (১)	কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনা, আপিল, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানাবলী, ফরম, ফি, ইত্যাদি;
৪।	৩১ (৫)	কমিশনের তহবিল ব্যবস্থাপনা, অর্থ উত্তোলন, ইত্যাদি; এবং
৫।	৪৪	সার্বিকভাবে, আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা সাপেক্ষে, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী।

৩) বর্তমান পর্যায়:

১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ নামীয় একটি বিধিমালা এসআরও নং ৯০-আইন/২০১৫ মূলে বিগত ৪ মে, ২০১৫ তারিখে প্রণয়ন ও জারী করা হয়।

২। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা, ২০১৯ নামীয় একটি বিধিমালা এস আর ও নং ৪১-আইন/২০১৯ মূলে বিগত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে প্রণয়ন ও জারী করা হয়।

৪) নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে:

(১) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০২০

(২) জোটবদ্ধতা (মার্জার ও অ্যাকুইজিশন [Acquisition]) প্রবিধানমালা, ২০২০

(৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তদন্ত, অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি, পুনর্বিবেচনা ও আপিল) প্রবিধানমালা, ২০২০।

উল্লেখ্য, নিষ্পন্নাধীন খসড়াসমূহ প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংশোধন ও পরিবর্তন (শিরোনাম সহ) সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

উপরে উল্লিখিত নিষ্পন্নাধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা ব্যতিরেকে প্রতিযোগিতা আইন এর ধারা ৮, ১০, ১৬ এবং ২১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গুরুত্বপূর্ণ বিধানসহ যথাক্রমে কর্তৃত্বময় (Dominant) অবস্থানের অপব্যবহার এবং জোটবদ্ধতা (Combination) নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বেশ কয়েকটি প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয়ে কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করেছে।

৫) বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত উপর্যুক্ত কার্যক্রম ছাড়াও কমিশন -

(১) ২০১৫ সনের জারীকৃত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা পুন:সংস্কার করা প্রয়োজন বিধায় এতদসংশ্লিষ্ট কমিশনের কতিপয় সমজাতীয় বিধানাবলী বিবেচনায় নিয়ে ধারা ৭ এর উপধারা (২) এর অধীনে জারীকৃত বিদ্যমান বিধিমালা সংশোধন বা, প্রয়োজনে, এ লক্ষ্যে নুতন বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন ও সরকারের নিকট চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে উপস্থাপনের বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু করেছে।

(২) ধারা ৩১ এর উপধারা (২) এর বিধান অনুসারে কমিশনের তহবিলের পরিচালনা ও প্রশাসন বিষয়ে একটি পূর্ণ বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।

(৩) ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

(৪) ধারা ৪৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন এবং সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিষয়ে কমিশন এর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৫.৩। কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতামত বিনিময়

বিগত বছরগুলোতে কমিশন সরকারের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে যেমন, বিটিআরসি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রভৃতির সাথে ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮, E-trade Readiness Report বিষয়ে মতবিনিময় করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারের কোনো দপ্তর/সংস্থা বা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কমিশনের নিকট মতামত চায়নি।

৫.৪। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

(ক) সেমিনার আয়োজন:

১। বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্য সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ইআরএফ মিলনায়তনে "প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ইআরএফ সদস্যগণ দেশের অর্থনীতির অঙ্গনের খবরাখবর, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পাঠক মহলে তুলে ধরেন এবং সমাজে সচেতনতা তৈরীসহ জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইআরএফে আয়োজিত এ সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইনের বিধান, প্রয়োগিক দিক এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা আইনের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে অংশীজনদেরকে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয়। এ সেমিনারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড আব্দুর রাজ্জাক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধিঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ বক্তব্য রাখছেন

২। দেশে পেঁয়াজের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের গোচরীভূত হয়। যোগসাজশ ও অসাধু উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে

পেঁয়াজের বাজার প্রযোগিতামূলক রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে আড়তদার ও আমদানিকারকদের সাথে মতবিনিময় সভার অংশবিশেষ

পেঁয়াজ আমদানিকারক, আড়তদার, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিগত ৫-১১-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। বিগত ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান "উন্নয়ন সমন্বয়" এর কার্যালয়ে 'বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আয়োজক সংস্থা উন্নয়ন সমন্বয়ের চেয়ারপার্সন ড আতিউর রহমান, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ ও কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের উপস্থিত ছিলেন। এতে অন্যান্য সেক্টরের বিশিষ্ট অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। এ সেমিনারে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসির প্রয়োজনীয়তা এবং এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়, যা কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন সমন্বয়ের আয়োজনে 'বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসি' শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ও সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এর অংশগ্রহণ

৪। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনকারী-ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে টিসিবি মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড: মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক। কমিশনের কার্যক্রমের উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। মূল প্রবন্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বৈষম্যহীন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাজার-ব্যবস্থায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা থেকে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে সাথে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন সম্ভব হবে মর্মে আলোচকগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

টিসিবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন

টিসিবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

টিসিবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত এফবিসিসিআই এর সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম বক্তব্য প্রদান করছেন

৫। ২২-১২-২০১৯ তারিখে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ২৩-১২-২০১৯ তারিখে নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা প্রশাসন ও দূর্গাপুর বণিক সমিতির সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচিতি ও প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা দুটিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উপসচিব জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা কমিশনের পরিচিতি ও আইন সম্পর্কে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের নিকট অবহিত করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভায় নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক জনাব মঈন উল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দূর্গাপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দূর্গাপুর সভাপতিত্ব করেন এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, দূর্গাপুর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৬। যোগসাজশ ও অসাধু উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের গোচরীভূত হয়। অযৌক্তিকভাবে চালের মূল্য বৃদ্ধির কারণ, চালের মজুদ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, উত্তরণের উপায় ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে বিগত ১৬-০৩-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিশনের সদস্য যথাক্রমে জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির ও জনাব নাসরিন বেগমসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি এবং মিলারগণ উপস্থিত ছিলেন।

চালের মূল্য বৃদ্ধির কারণ, চালের মজুদ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, উত্তরণের উপায় ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কমিশনের সম্মানিত সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি এবং চালের মিলারগণের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়

(খ) ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় (DITF) অংশগ্রহণ:

প্রতিযোগিতা আইনের প্রচার, জনসাধারণের নিকট প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অভিযোগ প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাগণ মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিকট প্রতিযোগিতা আইন ও কমিশনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন এবং অভিযোগ প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য রক্ষিত মন্তব্য রেজিষ্টারে ৬৫১ জন দর্শনার্থীর মন্তব্য পাওয়া যায় যা কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য বরাদ্দকৃত স্টলের ভিতর ও বাহিরের দৃশ্য

(গ) রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন:

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকাণ্ড বিষয়ে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট ২৬০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষক কর্তৃক দ্বৈত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে রচনাগুলো মূল্যায়ন করা হয়।

মূল্যায়নের মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ে ৩জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৩জন শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের তালিকা নিম্নরূপ:

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়

ক্রমিক	নাম	পিতা ও মাতার নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ মোনারুল ইসলাম	পিতা: মোঃ ইউনুস আলী মাতা: মোছাঃ ময়না বেগম	এমএ, বাংলা বিভাগ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা	১ম স্থান
২	জনাব নাজমুন নাহার নূপুর	পিতা: মোঃ নুরল ইসলাম মাতা: আঞ্জু মনোয়ারা	এমবিএ (একাউন্টিং), সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা	২য় স্থান
৩	জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম	পিতা: মোঃ এনামুল হক মাতা: মিনু বেগম	স্নাতক (২য় বর্ষ), আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৩য় স্থান

কলেজ পর্যায়

ক্রমিক	নাম	পিতা ও মাতার নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১	জনাব মৌমিতা রানী অধিকারী	পিতা: সুজয় অধিকারী মাতা: সম্পা রানী অধিকারী	একাদশ শ্রেণী, মানবিক বিভাগ, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ, জয়পুরহাট	১ম স্থান
২	জনাব উর্মি দাশ	পিতা: লিটন দাশ মাতা: শেলী দাশ	একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ, গুইমারা সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি	২য় স্থান
৩	জনাব সৈয়দ মুহাইমিন উল ইসলাম	পিতা: সৈয়দ আশরাফ উল ইসলাম মাতা: সেলিনা আশরাফ	একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কর্মাস কলেজ, ঢাকা	৩য় স্থান

(ঘ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কমিশন পরিদর্শন:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন বিগত ২৫-০৯-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সচিব মহোদয় আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শনের সময় কমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়

(ঙ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার:

১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে বণ্ডল প্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে

জনসাধারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ০৭-০৮-২০১৯ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

২। বাজারে যোগসাজশের মাধ্যমে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ১৭-১১-২০১৯ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ, দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দৈনিক সমকাল ও দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় এবং ১৮-১১-২০১৯ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৩। পবিত্র মাহে রমজান ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার কিংবা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে ১টি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি ২৮ এপ্রিল ২০২০ হতে ১৬ মে ২০২০ পর্যন্ত এশিয়ান টেলিভিশনে এবং ২৮ এপ্রিল ২০২০ হতে ২ মে ২০২০ পর্যন্ত একাত্তর টেলিভিশনে টিভি স্ক্রলে প্রচার করা হয়।

(চ) প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ১ম নিউজলেটার "প্রতিযোগিতা সাময়িকী"র মোড়ক উন্মোচন

মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। ২০১৬ সনে কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কমিশন বাংলাদেশে উৎপাদন পর্যায়ে ও বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন: মনোপলি, ওলিগোপলি, কার্টেল বা সিন্ডিকেট ইত্যাদি নির্মূলে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যে জোটবদ্ধতার কারণে বাজারে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থি কোন পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না ঘটে সে লক্ষ্যেও কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। আইন বাস্তবায়নে কমিশনের অন্যতম কাজ হচ্ছে ব্যাপক প্রচারণা-প্রকাশনার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জানুয়ারি' ২০২০ মাসে প্রথমবারের মত "প্রতিযোগিতা সাময়িকী" প্রকাশ করেছে।

(ছ) টেলিভিশন টকশোতে অংশগ্রহণ

৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে আরটিভি আয়োজিত "দ্রব্যমূল্যর পাগলাঘোড়া নিয়ন্ত্রণের বাংলাদেশ চাই" শীর্ষক টকশোতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিবিসি নিউজ, ২৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে একাত্তর টিভি, ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাইটিভি, ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিবিসি নিউজ, ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে এশিয়ান টিভি, ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে আরটিভি, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

ও ২ মার্চ ২০২০ তারিখে একাত্তর টেলিভিশনসহ আরও অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে একুশে টিভি এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইনডিপেণ্ডেন্ট টেলিভিশনের টকশোতে অংশগ্রহণ করেন।

৫.৫। কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২৪.৯০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক সরকারের রাজস্ব তহবিল হতে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৬-০৮-২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। সরকারের রাজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ৫১তম সভায় JICA-কে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, এখনো কোনো বৈদেশিক সহায়তার আশ্বাস পাওয়া যায়নি। নবগঠিত কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারের রাজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

৫.৬। বাজার গবেষণা

পেঁয়াজের বাজারের উপর গবেষণা করার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)কে কার্যাদেশ দেয়া হয়। উক্ত কার্যাদেশের ভিত্তিতে বিআইডিএস কর্তৃক গবেষণা সম্পন্ন করে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করা হয়।

খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনের উপর একটি ভ্যালিডেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ২জন বিশেষজ্ঞ (ক) ড মোঃ আরিজুল ইসলাম খান, সহকারী পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ও (খ) জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকট থেকে খসড়া প্রতিবেদনের বিষয়ে মূল্যবান মতামত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত মতামতসমূহের আলোকে স্টাডি রিপোর্ট পুনর্গঠন করে চূড়ান্ত স্টাডি রিপোর্ট প্রেরণের জন্য বিআইডিএসকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন প্রেরিত মতামতসমূহের যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে বিআইডিএস চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বাৎসরিক পেঁয়াজ উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ, পেঁয়াজের বাৎসরিক চাহিদা, বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু পেঁয়াজ খাওয়ার পরিমাণ, পেঁয়াজের সরবরাহ চেইন, পেঁয়াজের বাজারে প্রতিযোগিতা পরিস্থিতি এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রম পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাথে পেঁয়াজের মূল্যের সম্পর্ক, বিশ্ববাজারের সাথে বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের মূল্যের তুলনাসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবেদনে নিম্নরূপ সুপারিশ তুলে ধরা হয়:

সুপারিশ:

(১) পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কৃষকের নিকট উচ্চ ফলনশীল বীজ সহজলভ্য করতে হবে।

(২) পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিকাংশ কৃষক এক একরের কম জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে থাকে- বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নীতি নির্ধারকগণকে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপণন কৌশল উভয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(৩) পেঁয়াজ হচ্ছে একটি বাণিজ্যিক পণ্য, সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন কৌশল প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পার্বত্য এলাকায় সমতল জমিতে উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজের জাত চাষ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এমনকি শুষ্ক মৌসুমেও হাওড় এলাকায় (সিলেট অঞ্চলের নিচু জমিতে) পেঁয়াজ উৎপাদন করা যেতে পারে।

(৪) পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক কৌশল হল বীজ উৎপাদন এবং জাত নির্বাচন করা, যা কৃষকরা অনুভব করতে পারে না। সুতরাং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে কৃষকদের সঠিক শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। কৃষকরা যেন উপাদানগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এমন প্রায়োগিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

(৫) স্থল বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্য খালাসে বিলম্বের কারণে পেঁয়াজের ওজন কমে যায়। এর ফলে যে ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে নিতে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং স্থল বন্দরের পণ্যবাহী ট্রাকের দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মালামাল উঠানো ও নামানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং তাদের কার্যক্রম যৌক্তিকীকরণ করতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তা নিতে হবে।

(৬) অধিকাংশ উত্তর দাতা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভজনক মূল্যের অভাব এবং মূল্যের উঠানামাকে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং উৎপাদন খরচের উপর ভিত্তি করে সর্বনিম্ন মূল্য অথবা নির্ধারিত মূল্য ঘোষণার মাধ্যমে সরকারকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

(৭) হঠাৎ করে যখন পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায় সে সময় পৌর এলাকার দারিদ্রদের নিকট খোলা বাজারে স্বল্প মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

(৮) অনেক সময় ভারত থেকে অপরিপক্ক পেঁয়াজ আমদানির কারণে পেঁয়াজ খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। সুতরাং পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) ভারত ব্যতীত পেঁয়াজ আমদানির অন্যান্য উৎস আবিষ্কার করতে হবে। চীন, তুরস্ক, পাকিস্তান, মায়ানমার, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হতে (বিশেষ করে জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত) পেঁয়াজ আমদানি বৃদ্ধি করতে হবে।

(১০) ভারতের স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের সাথে সরকারকে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে সরকারিভাবে আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) পেঁয়াজের বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী হয়ে থাকে। যে কারণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষে বাজারে হস্তক্ষেপ করা কঠিন হয়ে যাবে। পেঁয়াজের বাজারে ঢোকা এবং বের হওয়ার প্রতিবন্ধকাতা না থাকায় প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রতিযোগিতা কমিশন পেঁয়াজের মূল্যের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারে। উৎপাদনে ঘাটতি হলে সম্ভাব্য দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারকে সর্তক করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে আমদানিতে সমস্যা হলে শণ্ডরে দরিদ্রদের লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(১২) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের তথ্য-উপাত্তের একটি শক্তিশালী ভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন। যেখানে, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা থেকে কৃষি পণ্যের মূল্য ও উৎপাদন সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সংগৃহীত হবে। এটি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তদন্তে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা হযায়, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ডাটাবেইজের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দৈনিক বাজার মূল্যের সরাসরি সংযোগ থাকতে হবে।

(১৩) ট্যারিফ কমিশন এবং টিসিবির সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের গবেষণা ও তথ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকতে হবে।

(১৪) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। শুধু জনবল নিয়োগ নয় তাদের সঠিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেত পারে।

বর্ণিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১৪টি সুপারিশের মধ্যে ১-৪ নং সুপারিশ কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিধায় এ সকল সুপারিশের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে, ৫ নং সুপারিশ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ৬-১০ নং সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিধায় সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে স্টাডি রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। সুপারিশ নং ১১-১৪ বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমিশনের ভূমিকা, প্রভাব ও করণীয়

৬.১। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব

বিভিন্ন আইন দ্বারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও মূল্য নির্ধারণ, কার্টেল, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ কিংবা অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জোটবদ্ধতা কোনো আইনের আওতাভূক্ত ছিল না। ফলে, বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতা আইন এ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। এ বিবেচনায় সরকার কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৮ ধারায় প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে কমিশন প্রত্যাশা করে:

(১) **অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ (Price Fixing):** বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, ভোক্তা প্রতারিত হয় এবং বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়িত হলে অসাধু ব্যবসায়ীরা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ভোক্তা-পরিপন্থি পণ্য মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না।

(২) **বাজারের ভৌগোলিক সীমা (এলাকাভিত্তিক) নির্ধারণ:** ব্যবসায়িক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি করে ইচ্ছামত পণ্য সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মুনাফা করার জন্য ভৌগোলিক (এলাকা ভিত্তিক) বাজার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতা আইনে এ ধরনের এলাকা ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে।

(৩) **উদ্যোক্তা বৃদ্ধি:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে। ফলে বাজারে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করবে।

(৪) **প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের শাস্তি:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধউ কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান শাস্তি পাবে। ফলে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে।

(৫) **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** পৃথিবীর প্রায় ১৩০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন সকল সময়ে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারিরা তাদের বিনিয়োগের স্বার্থে আইনের রক্ষাকবচগুলো যাচাই করে দেখেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ অর্থাৎ আইনগত সুরক্ষার প্রেক্ষিতে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তার সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে।

(৬) **দারিদ্র নিরসন:** বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রেখে ব্যবসার উন্নয়ন, দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

(৭) **পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা:** নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাঃ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত হবে। ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ও পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকবে।

(৮) **ভোক্তার জীবনমান উন্নয়ন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় থাকলে ভোক্তা স্বল্প মূল্যে ভাল মানের পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবে। এর ফলে ভোক্তার আর্থিক সাশ্রয় হবে। উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

(৯) **উদ্ভাবন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টিকে থাকার স্বার্থে নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে। ফলে পণ্য ও সেবায় নতুনত্ব আসবে এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

(১০) **রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ ও এসডিজি-২০৩০ অর্জন:** বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। সরকারের

রূপকল্প ২০২১ (মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ) এবং এসডিজি-২০৩০ এর অভিষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ হলো ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে চারটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে: জিডিপিসহ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, উচ্চতর আয়ের সুফল সার্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতেই প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

৬.২। কমিশনের কার্য পরিচালনায় চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং উহা বজায় রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন, সেগুলো হচ্ছে:

(১) **বিধি-বিধান প্রণয়নঃ** প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যথাসময়ে এ সকল বিধি/প্রবিধানমালা প্রণয়ন বর্তমান কমিশনের জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ।

(২) **মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ** নব গঠিত কমিশনের জনবলের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। একটি কার্যকর ও গতিশীল কমিশনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই।

(৩) **এ্যাডভোকেসিঃ** কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য দেশব্যাপী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট তুলে ধরা, প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়ে অংশীজনদের (Stackholders) অবহিতকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি দেশের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য এডভোকেসি কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার করা প্রয়োজন।

(৪) **তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন:** প্রতিযোগিতা আইনটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কমিশনে একটি আধুনিক সফটওয়্যারভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

(৫) **আর্থিক সীমাবদ্ধতাঃ** নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইন বাস্তবায়ন, এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, ICT অবকাঠামো তৈরি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

৬.৩। কমিশনের কার্যকর অগ্রযাত্রায় করণীয়

নব গঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কাজের গতিশীলতার জন্য নিম্নে কতিপয় করণীয় উত্থাপন করা হল:

(১) **বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন:** এ যাবৎ কমিশনের ০২ (দুই) টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিশনকে গতিশীল করার জন্য এ প্রতিবেদনের ৫ম অধ্যায়ের ৫.২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(২) **জনবল নিয়োগ:** জনবল সংকট কমিশনের কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করছে। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কমিশনের নিজস্ব জনবল নিয়োগ এবং উক্ত জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। উল্লেখ্য, নিজস্ব জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। অপরদিকে, প্রেষণে নিয়োগযোগ্য শূন্য পদগুলোতেও বিষয় ভিত্তিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা পদায়ন করা প্রয়োজন।

(৩) **প্রশিক্ষণ:** কমিশনের কর্মকর্তাদের আইন ও বিধি বিধান এবং অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণ কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানে সক্ষম হবেন। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাগণের বিদেশে প্রশিক্ষণেরও সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৪) **এ্যাডভোকেসি:** প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইনের সুফল এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত ও সচেতন করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। এছাড়া Stakeholderদের সমন্বয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে।

(৫) **তথ্যভাণ্ডার স্থাপন:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক ও হালনাগাদ তথ্য প্রয়োজন। গবেষণা, অনুসন্ধান, তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে একটি সফটওয়ার ভিত্তিক আধুনিক ও সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

(৬) **মার্কেট মনিটরিং ও মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা চালু:** বাজারে বিভিন্ন নিত্য পণ্য/সেবার মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে যাচাই এবং বাস্তব তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশনের মার্কেট মনিটরিং ও মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা চালু করা প্রয়োজন।

(৭) **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন:** আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থা সমূহ এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কমিশনের সক্ষমতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন দেশের উত্তম চর্চা (Best Practice), নতুন নতুন কর্মকৌশল এবং অভিজ্ঞতাসমূহ নিজস্ব পরিমণ্ডলে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ও সফর বিনিময় এবং MoU সম্পাদনের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৮) **নিজস্ব ভবন তৈরী:** বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৭ সাল থেকে ভাড়া ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ভবন ভাড়া বাবদ বছরে সরকারের এক কোটি টাকারও অধিক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায়ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের অর্থের সাশ্রয় এবং কমিশনের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কমিশনের একটি নিজস্ব ভবন প্রয়োজন।

(৯) **"Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন:** বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২৪.৯০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক সরকারের রাজস্ব তহবিল হতে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৬-০৮-২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। সরকারের রাজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ৫১তম সভায় JICA-কে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, এখনো কোনো বৈদেশিক সহায়তার আশ্বাস পাওয়া যায়নি। নবগঠিত কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারের রাজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়ন করা যায় মর্মে কমিশন মনে করে।

(১০) **অর্থের সংস্থান:** প্রতিযোগিতা আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম দৃশ্যমান করতে প্রচুর অর্থের সংস্থান দরকার। এ জন্য রাজস্ব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংস্থানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৭ম অধ্যায়
মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

যথাযথ মর্যাদায় মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে বছর ব্যাপী কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। এর পাশাপাশি মুজিব বর্ষ উপলক্ষে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য "পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর" কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। কমিশনের বছর ব্যাপী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৭-০৩-২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

যথাযথ মর্যাদায় মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে গৃহীত বছর ব্যাপী কর্মসূচী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়	মন্তব্য
০১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল।	১৭-০৩-২০২০	অনুষ্ঠিত
০২	৫টি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন।	প্রতিমাসে ১টি করে (বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে যোগাযোগ করে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হবে)	কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে কমিশন কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। দেশে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মুজিব বর্ষের অবশিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
০৩	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন নিয়ে চেম্বারসমূহের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন।	জুন ২০২০	
০৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে এসএমই (Small and Medium Entrepreneurship) এর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা।	জুলাই ২০২০	
০৫	নতুন প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ধারণা প্রচার ও সমাজে ভবিষ্যৎ জনমত সংগঠক তৈরীর নিমিত্ত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।	আগস্ট ২০২০	
০৬	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত মুক্তির সংগ্রাম অগ্রায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশ গঠনে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ বিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স/সেমিনার আয়োজন।	০৫ ডিসেম্বর ২০২০	
০৭	ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী গৃহীত কার্যক্রমসমূহের রেকর্ড সংকলন প্রকাশ।	মার্চ ২০২১	
০৮	LDC হতে টেকসই উত্তরণের মাধ্যমে SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের বৃহৎ পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং বিক্রেতাদের নিয়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন।	সেপ্টেম্বর ২০২০	
০৯	তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম আয়োজন।	নভেম্বর ২০২০	
১০	২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়িক সংগঠনের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন।	ফেব্রুয়ারি ২০২১	

৮ম অধ্যায়
বিবিধ

৮.১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন

তথ্য প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডকে আরো কার্যকর করা যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কমিশন জনগণের ক্ষমতায়নে অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাসী। কমিশনের একজন পরিচালককে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব আমির আব্দুলাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	ফোন: +৮৮ ০২-৫৮৩১৫৪৮৭ মোবাইল: +৮৮ ০১৭১২৭০৩৯৯৯ ইমেইল: ameerbd22@gmail.com	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রমনা, ঢাকা। www.ccb.gov.bd
আপীল কর্তৃপক্ষ	চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	ফোন: +৮৮ ০২-৫৮৩১৫৫৮৭ মোবাইল: +৮৮ ০১৬১৯৪৩২১৩১ ইমেইল: chairperson@ccb.gov.bd	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রমনা, ঢাকা। www.ccb.gov.bd

৮.২। কোভিড-১৯ সময়কালীন কমিশনের ভূমিকা/কার্যক্রম

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক করোনাকালীন অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। করোনা সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ভার্চুয়াল সভা আয়োজনের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

২। করোনা ভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় বাজারে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ও মাস্কের সংকট সৃষ্টি হয়। এ দুটি পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ও মাস্কের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও তাদের আমদানির পরিমাণ ও আমদানি মূল্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ০৯-০৩-২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ চলমান রয়েছে।

৩। পবিত্র মাহে রমজান ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার কিংবা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে একটি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি ২৮-০৪-২০২০ হতে ১৬-০৫-২০২০ পর্যন্ত এশিয়ান টেলিভিশনে এবং ২৮-০৪-২০২০ হতে ২-০৫-২০২০ পর্যন্ত একাত্তর টেলিভিশনে টিভি স্ক্রলে প্রচার করা হয়।

৪। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি মনিটরিং করার জন্য কমিশনের সচিব এর নেতৃত্বে ০১-০৬-২০২০ তারিখে একটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়। ভিজিলেন্স টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৫। ৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ইংরেজি দৈনিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পত্রিকায় "Non-interoperability impedes mobile financial services" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশের পরিপ্রক্ষিতে মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবা (এমএফএস) প্রদানের বাজারকে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করে মনিটরিং এর আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন তথ্যসহ মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের বর্তমান অগ্রগতি/অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানানোর অনুরোধ করে ২২-০৬-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৬। International Competition Network (ICN) বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য খাতের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকারকে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা সংস্থার উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক কোভিড-১৯ সময়কালীন গৃহীত কার্যক্রম এবং কোভিড পরবর্তী সময়ে গৃহিতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে ২৯-০৫-২০২০ তারিখে তথ্য প্রেরণ করা হয়।

৭। ১৬-২১ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য 'Competition Law Workshop on Competition Rules in the Health Sector' শীর্ষক OECD কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনারে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন কর্তৃক বিষয় ভিত্তিক উপস্থাপনার মাধ্যমে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৮। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশে পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস, স্যানিটাইজার ইত্যাদি পণ্যের চাহিদা অত্যাধিক বেড়ে যায়, ফলে সরবরাহের ঘাটতি দেখা দেয়। স্বাস্থ্য খাতে কোভিড-১৯ সৃষ্ট সাময়িক এ বিপর্যয় রোধে জরুরী ঔষধ সামগ্রী ও পিপিইসহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনের ০৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ:

১. স্বাস্থ্য খাতের প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী, অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষেণ;

২. পিপিই উৎপাদন কারখানা, আরটি-পিসিআর ল্যাবের সেবা এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা (বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার) কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;

৩. কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট ঔষধ সামগ্রীর (পিপিই, জীবাণুনাশক, মাস্ক, জেল ইত্যাদি) প্রাপ্যতা এবং যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ;

৪. সকল প্রকার প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ;

৫. কমিটির বিবেচনায় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

স্বাস্থ্য খাতের শীর্ষ ১০ টি ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির তালিকা যাচাই করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শীর্ষ ১০টি ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ৬৮.৪৯%। অবশিষ্ট সকল কোম্পানির (দুইশতাধিক) সম্মিলিত মার্কেট শেয়ারের পরিমাণ মাত্র ৩২ ভাগ। সুতরাং, ফার্মাসিউটিক্যাল বাজারে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক যেসব ঔষধের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সেগুলো ব্যতীত অন্যান্য ঔষধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত দ্রব্যাদি/যন্ত্রপাতির মূল্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে নির্ধারিত হচ্ছে কিনা উক্ত কমিটি তা খতিয়ে দেখবে।

৮.৩। সেমিনার পেপার

ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে টিসিবি মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে "ক্রেতা, উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীর স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ" বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রবন্ধে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় সম্পর্কে ড মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ:

- কমিশনের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পারঙ্গম, আগ্রহী ও দক্ষ জনবল সংগ্রহ/সৃষ্টি করা;
- প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের জন্য আগাম ও সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা;

- কারিগরি জ্ঞানের অভাব;
- প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ/সংস্থা/এজেন্সিসমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ও সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুশীলন করা;
- উপযুক্ত রক্ষাকবচ বিধি সম্বলিত ই-কমার্স বা ডিজিটাল অর্থনীতি;
- ব্যাপক, কার্যকর প্রচার ও সম্পচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করা;
- আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন।

২। **ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে-**

- বাজারে পণ্য ও সেবা খাতের মূল্য ও ইহার উঠানামা সম্পর্কে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা;
- জনগণের মাঝে আস্থার পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কমিশন কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সামষ্টিক অর্থনীতি, অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত জনবল, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর, ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন করা প্রয়োজন;
- ডিজিটাল সংস্কৃতির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম দৃশ্যমান করা;
- সকল কেনাকাটার দরপত্র যেন ই-মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে করা হয় তা নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ টেলিরেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ ট্রেড এণ্ড ট্যারিফ কমিশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করা;
- দরপত্র দলিল তৈরীর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যেন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্যরা অংশগ্রহণ করতে না পারে, কমিশন সে বিষয়ে নজর দিতে পারে।

৮.৪। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি:

২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হল:

ক্রমিক	তারিখ	কর্মসূচি
১	৭ আগস্ট ২০১৯	ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার
২	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্য সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ইআরএফ মিলনায়তনে "প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন
৩	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড মোঃ জাফর উদ্দীন কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন
৪	২৮ অক্টোবর ২০১৯	বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলামের বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগদান
৫	৩০ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর ২০১৯	কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সালের ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশের ২ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণ
৬	৫ নভেম্বর ২০১৯	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে পেঁয়াজ আমদানিকারক, আড়তদার, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সভা আয়োজন

ক্রমিক	তারিখ	কর্মসূচি
৭	১৭ নভেম্বর ২০১৯	বাজারে যোগসাজশের মাধ্যমে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ
৮	২৫ নভেম্বর ২০১৯	জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের প্রতিনিধি দলের সাথে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত
৯	৯ ডিসেম্বর ২০১৯	বঙ্গভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এঁর নিকট কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ
১০	১২ ডিসেম্বর ২০১৯	উৎপাদনকারী-ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে টিসিবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক একটি সেমিনার আয়োজন
১১	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাগণের সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচিতি ও প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা আয়োজন
১২	২৩ ডিসেম্বর ২০১৯	নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা প্রশাসন ও দূর্গাপুর বণিক সমিতির সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচিতি ও প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত
১৩	জানুয়ারি, ২০২০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রথম নিউজলেটার "প্রতিযোগিতা সাময়িকী" প্রকাশ
১৪	১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অংশগ্রহণ
১৫	৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ
১৭	২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০	একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ
১৭	২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত 2nd OECD Competition Open Day এবং Vertical Mergers & Vertical Restraints শীর্ষক কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উপসচিব জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞার অংশগ্রহণ
১৮	২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	মেলবোর্ন, অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ICN Merger Workshop 2020 শীর্ষক কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেনের অংশগ্রহণ
১৯	১ মার্চ ২০২০	কমিশনের তিনজন সদস্য যথাক্রমে (১) জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন (২) ড. এ এফ এম মনজুর কাদির এবং (৩) জনাব নাসরিন বেগম-এর কমিশনে যোগদান
২০	১২ মার্চ ২০২০	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির ৫১তম সভায় "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে JICA-র অনুদান সহায়তা প্রাপ্তির অনুসন্ধান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২১	১৬ মার্চ ২০২০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে চালের মিলার এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি সভা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আয়োজন
২২	১৭ মার্চ ২০২০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন
২৩	২৮ এপ্রিল ২০২০ হতে ১৬ মে ২০২০	পবিত্র মাহে রমজান ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার কিংবা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে ১টি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার
২৪	২৯ মে ২০২০	Covid-19 সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে ICN এ মতামত প্রদান

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মোঃ মফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন

জি.এম. সালেহ উদ্দিন
সদস্য

ড. এ এফ এম মনজুর কাদির
সদস্য

মোঃ আব্দুর রউফ
সদস্য

নাসরিন বেগম
সদস্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

মোঃ খালেদ আবু নাছের
পরিচালক (অ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) ও
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞা
চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব

মোঃ মাহবুব আলম
উপ-পরিচালক

আনোয়ার-উল-হালিম
উপ-পরিচালক

সারাওয়াত মেহজাবীন
উপ-পরিচালক

মোছাঃ আফরোজা খাতুন
উপ-পরিচালক

মুহাম্মদ রায়হান আলম
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

অ্যালবাম

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নবযোগদানকৃত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি-কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নবযোগদানকৃত চেয়াপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন-কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভার একটি বিশেষ মুহূর্ত

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.ccb.gov.bd